- বর্ষ ২০২২
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল- জুন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২১ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র ১১১তম সভা সম্পন্ন

প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান, পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল. রহমানসহ ঘাসফুলের পঞ্চাশ বছরের যাত্রাপথের সকল সহযাত্রীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ

১১ জুন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও চবি. সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র ১১১তম (৫ম/২০২১-২২অর্থবছর) সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরে ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। উপস্থিত নির্বাহী কমিটি'র সদস্যগণ কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে পর্যালোচনা করেন। উক্ত সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাঃ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

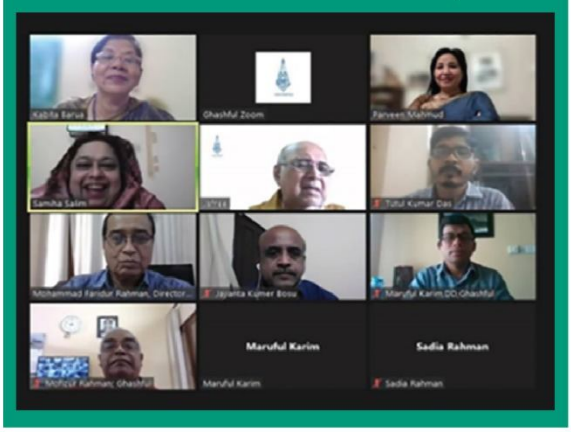

ঘাসফুল এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা

পদ্মাসেতু বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

সত্তরের মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। পরাণ রহমানের ভাষায়, 'মুক্তিযুদ্ধকালে ঘরবাড়ি ত্যাগ করা অসংখ্য প্রসূতি মায়ের প্রসবজনিত কষ্ট আমি দেখেছি। এ ছাড়া পাকিস্তানী বাহিনীর ধর্ষণের কারণে যেসব মহিলা গর্ভবতী হয়েছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এসব অপ্রত্যাশিত প্রসব ও প্রসূতি মায়ের যত্নের জরুরী তাগিদ থেকে আমি মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে ঘাসফুলের ব্যানারে কাজ করতে থাকি।' ৩০ জুন ঘাসফুল এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতে ঘাসফুল- চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের ইতিহাস এভাবে তুলে ধরেন। কোভিডসৃষ্ট সকল ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে এসডিজি অর্জনে উন্নয়নের সকল ধারা পুরোদমে সচল করতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষতি পুনরুদ্ধার ও স্বাস্থ্যখাতে সেবা নিশ্চিত করতে ঘাসফুল ইতোমধ্যে নানারকম সৃজনশীল পদক্ষেপ নিয়েছে। যারমধ্যে শিশু সুরক্ষা, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে কোভিডসৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কৌশল নির্ধারণে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চারটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেয়া হয়েছে বিশেষ পদক্ষেপ। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমাতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ঘাসফুল-চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সংস্থার ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (২০২১-২০২২) বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা আরো বলেন, পদ্মাসেতু বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ ধরণের সাহসী অর্জনে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তারা মনে করেন, পদ্মাসেতু হওয়াতে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঘাসফুল এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ সহজতর হবে।

পদ্মাসেতু বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ ধরণের সাহসী অর্জনে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তারা মনে করেন, পদ্মাসেতু হওয়াতে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঘাসফুল এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ সহজতর হবে।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা... ১ম পৃষ্ঠার পর

সভায় গত একবছরের কাজের বিবরণ ও অগ্রগতি তুলে ধরেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাঃ সম্পাদক সমিহা সলিম, স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদে নবাগত সদস্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, এম. এম. ইস্পাহানী গ্রুপ এর পরিচালক জাহিদা ইস্পাহানি ও শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক এর স্বতন্ত্র পরিচালক ও ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিষ্ট কে এ এম মাজেদুর রহমান।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন

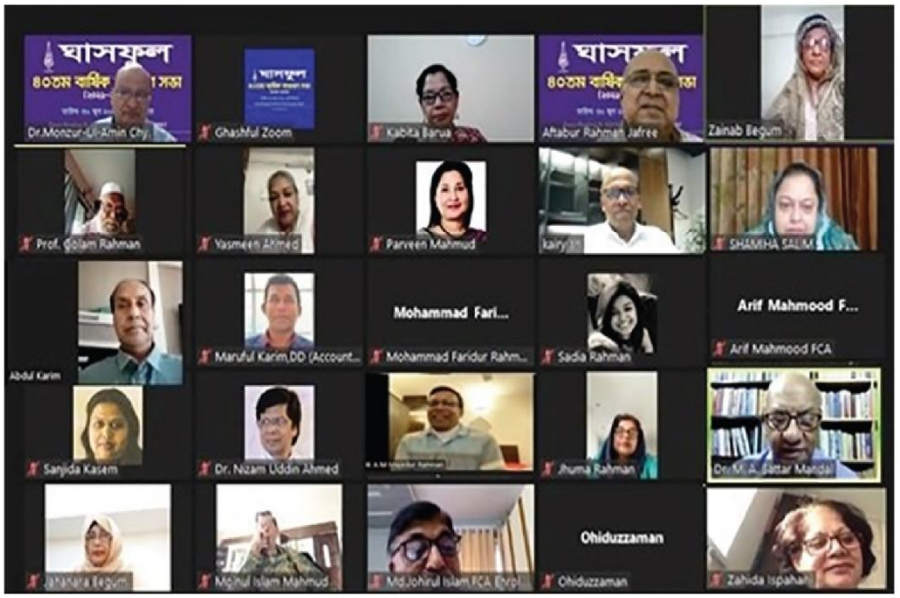

এর নির্বাহী পরিচালক ও গ্যাভী সিএসও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ, অডিট ফার্ম এ. কাশেম এন্ড কোং এর পার্টনার আখতার সানজিদা কাশেম এফসিএ, মোঃ জহিরুল ইসলাম এফসিএ, অডিট ফার্ম এ. কাশেম এন্ড কোং এর প্রতিনিধি আরিফ মাহমুদ এফসিএ ও ঘাসফুল ওয়েবসাইট নির্মাতা ফয়সাল হোসেন। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, সাবেক যুগ্মসচিব শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, সাবেক মুখ্যসচিব ড. মোঃ আবদুল করিম, সেনসিভ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, ইউসেপ চেয়ারম্যান পারভীন মাহমুদ এফসিএ ও ঝুমা রহমান। সভায় ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষকসহ সংস্থার পঞ্চাশ বছরের অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্প্রতি সংগঠিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ও সিলেটের বন্যায় যারা হতাহত হয়েছে তাদের প্রতি গভীর শোক ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও ঘাসফুল এর প্রকাশনায় সদ্য প্রকাশিত 'চিলড্রেন ওয়ার্কিং ইন দ্যা হ্যাজার্ডস রোড ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ইন চট্টগ্রাম সিটি, বাংলাদেশ" এবং 'পরাণ রহমান, সামাজিক জীবনবোধে উজ্জীবিত একজন উন্নয়ন সংগঠক" গ্রন্থ দু'টি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সংস্থার ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যরা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের উপস্থাপিত বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ নেন এবং চলতি অর্থবছরের ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়নকর্মকান্ড এবং নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। সভায় সংস্থার আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ, আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুমোদন দেন। উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র ভাইস চেয়ারম্যান শিব নারায়ন কৈরী, যুগ্ম সাঃ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা, সাধারণ পরিষদ সদস্য জাহানারা বেগম, ইয়াসমিন আহমেদ, মোহাম্মদ ওহিদুজ্জামান ও সাবেক সাধারণ পরিষদ সদস্য নাজনীন রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (পাবলিকেশন্স) জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার, আদিবা তারান্নুম, তৌহিদুল ইসলাম, শরীফ হোসেন মজুমদার, আবদুর রহমান প্রমুখ।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র ১১১তম সভা ... ১ম পৃষ্ঠার পর

এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের প্রধান টুটুল কুমার দাশ ও এসডিপি ফোকাল-পার্সন মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংস্থার বাজেট, বহিঃ নিরীক্ষক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় দায়-দায়িত্ব অর্পণ, আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা অর্পণ, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার নীতিমালা অনুমোদন, ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া একইদিন সকাল ৯.৩০টায় ঘাসফুল ফিন্যান্স এন্ড অডিট কমিটির আহ্বায়ক পারভীন মাহমুদ এফসিএ'এর সভাপতিত্বে সংস্থার অডিট কমিটির ১৪তম (৩য়/২০২১-২২ অর্থবছর) সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

পরাণ রহমান স্কুলে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা সম্পন্ন

দীর্ঘ ১৭ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুট, পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটি শেষে জুন মাস থেকে আবারো বিদ্যালয়ে শ্রেণিশিক্ষামুখী হলো ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। গত ১০-২৮ জুন পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কার্যক্রম

চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত তিনমাসে দলিত (হরিজন) সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯১%। বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার।

কেইস স্টাডি

সবজি বিক্রেতা থেকে শ্রেণিকক্ষে সেরাদের একজন হয়ে উঠার গল্প

মাহমুদা আক্তার
অধ্যক্ষ, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল

বর্তমানে পরাণ রহমান স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যায়নরত রাকিব ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের একজন শিক্ষার্থী ছিল। রাকিবের বাবা একজন সবজি বিক্রেতা। রাকিব তার বাবার দোকানে অর্ধেক সময় কাজ করে। মাঝের কিছু সময় সে বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে। স্কুল শেষে রাকিবের প্রায় পুরোটা সময় কাটে সবজি বিক্রি করে। কাজের ফাঁকে বই নিয়ে বসে পড়ে রাকিব। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় বাসায় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার সামর্থ্য রাকিবের ছিল না। ফলে সে নিজ উদ্দ্যেগে স্কুলের শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতায় গণিত, ইংরেজিসহ কঠিন বিষয়গুলো সমাধান করতো। বাকি বিষয়গুলো নিজ চেষ্টায় বাসায় অনুশীলন করতো। রাকিবের এই অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মনোবল ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবার অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই সাফল্যে তাকে শুভেচ্ছা। একজন সবজি বিক্রেতা থেকে শ্রেণিকক্ষে সেরাদের একজন হয়ে উঠার যাত্রায় রাকিবের পাশে থাকতে পেরে ঘাসফুল আনন্দিত।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিনমাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরা ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত ৬-৯ জুন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ঘাসফুল ছিল বলেই আমাদের সন্তানেরা বিনা পয়সায় পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। তা না হলে আমাদের সন্তানরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরতো এবং তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

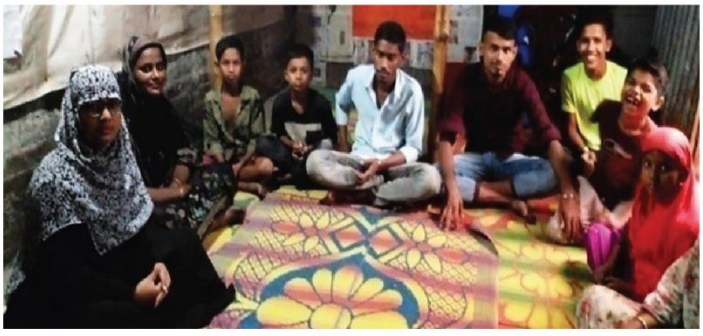

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

১ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন

৩০ জুন ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম ও ২য় শিফট এর সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরীক্ষায় ২০টি শিখন কেন্দ্রের প্রায় ১২০০শত শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

শিখন কেন্দ্রে মধু ও নারিকেল তেল বিতরণ

গত ১২ মার্চ ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের প্রায় ১২০০শত শিক্ষার্থীদের মাঝে মধু ও নারিকেল তেল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ব্র্যাক ইউপিএম শর্মিলা রায়, ঘাসফুলের কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুম, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম এবং আফসানা আক্তার। উল্লেখ্য মধু ও নারিকেল তেল ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস: শুধু একটাই পৃথিবী

বাসযোগ্য হোক সকলের

"একটি মাত্র পৃথিবী/মহাবিশ্বে কোটি কোটি ছায়াপথ/আমাদের ছায়াপথেও আছে কোটি কোটি গ্রহ/ কিন্তু 'পৃথিবী' আছে শুধু একটি/ আসুন সবাই মিলে এর যত্ন নিই।" জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির নেতৃত্বে ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ জুনকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এবারের 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'অনলি ওয়ান আর্থ', যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'শুধু একটাই পৃথিবী'। আমরা সবাই জানি পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়। পৃথিবী সকল সৃষ্টির, সকল জীবের বাসস্থান। এখানে উদ্ভিদ আছে, প্রাণী আছে, কীট পতঙ্গ আছে। সৃষ্টির প্রত্যেকটি উপাদান একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি জীবের জীবনচক্র যেমন পরস্পর ভারসাম্যপুর্ণ অবস্থানে শৃংখলাবদ্ধ তেমনি প্রতিটি বস্তু, প্রকৃতিগত নিয়মগুলোও পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে শৃংখলাবদ্ধ। যেমন আমরা ভাবতে পারি পানিচক্র, মাটি, আবহাওয়া ইত্যাদি। পৃথিবীতে যা উপাদান রয়েছে তার শুধুমাত্র রূপান্তর ঘটছে, নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা আরোপিত হচ্ছে না। সুতরাং পৃথিবী নামক গ্রহে যা সম্পদ রয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে সম্পদ সীমিত হলেও উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বংশবিস্তারের ক্ষমতা থাকায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে সংখ্যা। জীব জগতে প্রাণীকুল অনেকাংশে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীকুলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হলো মানুষ। মানুষ তার বুদ্ধিমত্তায় এবং কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী এবং প্রকৃতি। মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা সবসময় যে ভাল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, বরং তারা এটি ব্যবহার করছে নানাধরণের ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক কাজে। এজন্য মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে দেখা যায় মানুষ তাদের সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে ক্রমশ দখলে নিচ্ছে পুরো পৃথিবী। মানুষের অতিব্যবহার, অপচয়, অবহেলা আর ধংসাত্মক কার্যক্রমে পৃথিবীর সীমিত সম্পদ যেমন ফুরিয়ে আসছে দিনদিন তেমনি আশংকাজনক হারে সংকোচিত হয়ে আসছে অন্যান্য প্রাণীকুলের জীবন। পৃথিবীর সকল বৃহৎ প্রাণীগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মানব জীবনের অপরিহার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারী প্রাণীগুলো আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক জানিয়েছে, গত ১৫ বছর ধরে মৌমাছির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, মৌমাছি ছাড়া মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই মৌমাছির মধু নয়, তার দিকেই আমাদেরকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, বিশ্ব মানবতার প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে এই ছোট্ট সুন্দর ফুলপ্রেমী প্রাণীটির মধ্যে। এছাড়াও মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগায়ণ সহায়তাকারী প্রজাপতি, পাখি, ভোমরাও কমে আসছে ধীরে ধীরে। মাত্রারিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার যেমন একদিকে উপকারী কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি নষ্ট করছে অন্যদিকে ক্ষতিকর পোকা মাকড়ের ড্রাগ মোকাবেলা শক্তি বৃদ্ধি করছে, ফলে দিনদিন বাড়ছে কীটনাশকের মাত্রা ও ব্যবহার। যারফলে ক্ষতিকর পোকা মাকড় ও জীবাণু দিনদিন বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রন-হীন হয়ে পড়ছে। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে আনা একটি অত্যন্ত জরুরী বার্তা। বিভিন্ন আবিষ্কার ও অতিব্যবহারে মানব উপকারী বিভিন্ন প্রাণীকুল যেমন ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন মরণাস্ত্র, পরিবেশ ক্ষতিকর উপাদান তৈরীর মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়া হচ্ছে। পারমানবিক বোমা, মাইক্রো-প্লাষ্টিক, অতিমাত্রার কার্বন নির্গমনকারী শিল্প-কারখানা, পাহাড়কাটা, জলাশয় ভরাট, বন উজাড়, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, যুদ্ধ, দখলদারিত্ব, অপ্রয়োজনীয় নগরায়ন ইত্যাদি আজ পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয়ার পরিবর্তে গভীর আতংকের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

মহাবিশ্বে লাখো কোটি নক্ষত্রের 'সৌরজগতে যে গ্রহগুলো ঘুরছে, তাদেরই একটি হচ্ছে আমাদের এই 'পৃথিবী'। তবে এখন পর্যন্ত 'পৃথিবী' ছাড়া আর কোনো গ্রহই প্রাণী বসবাসের উপযোগী নয়। আমরা সবাই জানি মানবজাতি টিকিয়ে রাখতে হলে এই পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তারপরও 'একটি মাত্র পৃথিবী' আর এই একই পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা সবাই - এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বরাবরই প্রচার- প্রচারণা চালাতে হচ্ছে। পুরো পৃথিবী একটি মানবদেহের মতো। পৃথিবীর একপ্রান্তে কোন ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড সংঘটিত হলে তার প্রভাব অন্যপ্রান্তেও চলে আসতে পারে খুব সহজে। সুতরাং মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে পুরো পৃথিবীবাসিকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে, ভৌগলিক কারণে, সামাজিক কারণে কিংবা অর্থনৈতিক কারণে বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন সীমানারেখা, বিভেদরেখা সৃষ্টি করেছে মানুষ কিন্তু দিনশেষে একথাই সত্য যে, পৃথিবীই যদি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে এসব বিভেদ আর সীমানা প্রাচীর অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে পড়বে ইতিহাসের পাতায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। ঘনবসতি, ভৌগলিক অবস্থান ও বিভিন্ন কারণে আমাদের পরিবেশ রক্ষা কাজটি অত্যন্ত কঠিন। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য করণীয় কিছু বিষয় মোটাদাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া উচিত, যার মধ্যে অন্যতম হলো পরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, পাহাড়কাটা রোধ, জলাভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, নিরাপদ কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকি মোকাবেলা। উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের চিন্তা-চেতনা বদলেছে। শুধু বাহ্যিক অবকাঠামো নয়, প্রাণ-প্রকৃতি, মানুষ আর পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী, তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই সাথে সমগ্র পৃথিবী-বাসির চিন্তা চেতনার উদয় হোক, পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে সকলকে একসাথে কাজ করার গুরুত্ব অনুধাবিত হোক-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : পরিবহণ সেক্টর চট্টগ্রাম

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

শিশুশ্রম একটি সমাজ কাঠামোগত সমস্যা। সমাজ যেখানে স্তরায়িত-শ্রেণি বিন্যস্ত এবং অসমতা আর বৈষম্য যেখানে সমাজের মূল চরিত্র সেখানে অসমতা এবং বৈষম্যের কারণেই দারিদ্র এবং শিশুশ্রমের উপস্থিতি অনিবার্য।

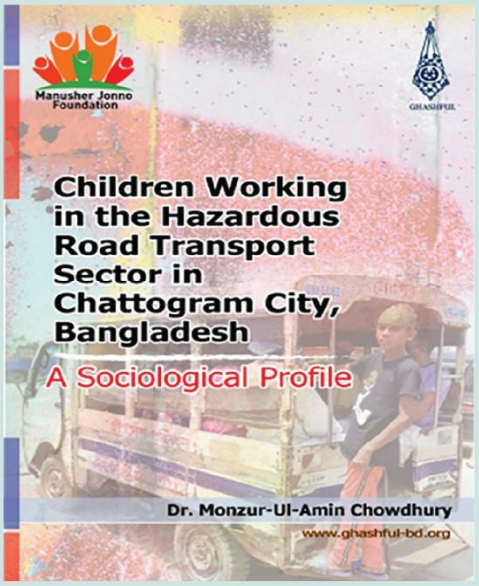

শিশু আইন, ২০১৩ অনুসারে ১৮ বছরের নিচে সকলকে শিশু বলা হয়েছে। শিশুশ্রমের বিভিন্ন রকমফের আছে। আইএলও বলছে তিনশ রকমের শিশুশ্রম আছে। শিশুশ্রম দন্ডণীয় অপরাধ। আমাদের দেশে সরকার ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে কঠিনতম এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হচ্ছে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে যে সকল শিশু কাজ করে। পরিবহণ আইনেই আছে ২১বছরের নিচে কেউ প্রকাশ্যে (লোকালয়ে) গাড়ি চালানো বা এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না। দেখা যায় শুধু মাত্র দারিদ্র্যের কারণেই শিশুগুলো এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ সূত্র বলছে, দারিদ্রতা ১ শতাংশ বাড়লে শিশুশ্রম ০.৭০ শতাংশ বাড়বে। "ঘরে তিনদিনের খাবার আছে, দেশে এমন পরিবার এখনো ৬০ শতাংশ হবে না" পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নানের এ বক্তব্যে দেশে দারিদ্র্যের চিত্র পাওয়া যায় ('২০ পেরিয়ে ব্রতী' অনুষ্ঠানে, প্রথম আলো, এপ্রিল ০২, ২০২২)। বিশ্বে প্রায় ২৫ কোটি শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ কোটি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সাথে যুক্ত ৩৪.৫০ লাখ শিশু আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত রয়েছে ১৩ লাখ শিশু (জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩)। কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক মন্দা ইত্যাকার কারণে এ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে দেশে এবং বিশ্বে।

গবেষণার প্রেক্ষাপট: ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল 'Community Based Child Protection Committee Project' নামক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ (০৭ মাস)। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের ৪১টি ওয়ার্ডে জনপ্রতিনিধি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্কুল, মাদ্রাসা, ধর্মীয় নেতা এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৪১টি শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করে শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, ইভটিজিং ইত্যাদির নেতিবাচক দিক সর্ম্পকে অবহিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এবং শিশু নির্যাতনের ধরন, গতি প্রকৃতি মূল্যায়ণ পূর্বক প্রতিকারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সংগঠিত করে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০২১ এর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চ ২০২২ সময়কালে কোভিড-১৯ পরবর্তী চট্টগ্রাম শহরে সড়ক পরিবহণে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে যুক্ত শিশুদের উপর আমরা 'Children Working in the Hazardous Road Transport Sector in Chattogram City, Bangladesh - A Sociological Profile' শিরোনামে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা শুরু করি। আমাদের অনুসন্ধান ও সংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে চট্টগ্রামে সড়ক পরিবহণে প্রায় ১৫ হাজার শিশু যুক্ত রয়েছে। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম শহর ও সংলগ্ন এলাকার ৩০টি ষ্টেশন থেকে নির্ধারিত 'প্রশ্নমালার' ভিত্তিতে ৩৩৮ জন 'উত্তরদাতার' (শিশুর) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং ৩টি কেস স্টাডি (ঘটনা অনুধ্যান) ও করা হয়। তাছাড়া শিশুদের মা-বাবা, অভিভাবক, পরিবহণ মালিক-ড্রাইভার, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, বিআরটিএ, ট্রাফিক পুলিশ, কল কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, সুশীল সমাজসহ অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় (FGD) করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই বাছাই পুনঃ পরিক্ষা নিরিক্ষা পূর্বক সমাজবিজ্ঞান স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। যা ৩১ মার্চ ২০২২ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে এবং ২২ জুন ২০২২ চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আশরাফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিশু কল্যাণ পরিষদের ১৪তম সভায়ও উপস্থাপন করা হয়। পাঠক সমীপে গবেষণার সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল তবে মুদ্রণ পরিসরের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কোন টেবল (সারণী) দেয়া সম্ভব হল না। এখানে 'উত্তরদাতা' বলতে সাক্ষাৎকার দানকারী সড়ক পরিবহণে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের বুঝানো হয়েছে।

কোন জেলার বাসিন্দা: এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় ১৩৫ জন (৩৯.৯৪%) চট্রগাম জেলা ও শহরের, কুমিল্লা ৪১ জন (১২.১৩%), নোয়াখালী ৩৬ জন (১০.৬৫%), ভোলা ৩০ জন (৮.৮৭%), নীলফামারী ২৩ জন (৬.৮০%), লক্ষীপুর ১৩ (৩.৮৫%), চাঁদপুর ১১ জন (৩.২৫%), ব্রাক্ষণবাড়িয়া ৮ জন (২.৩৭%), কক্সবাজার ৭ জন (২.০৭%) বরিশাল এবং ফেনী উভয় জেলার ৬ জন করে (১.৭৭%) এবং বাকীরা অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে। এই ৩৩৮ জন ২৩টি জেলা এবং ১টি সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা। এ তথ্য থেকে বুঝা যায় চট্টগ্রাম এবং তৎপাশ্ববর্তী জেলা সমূহের হত দরিদ্র মানুষগুলো ভাগ্য অন্বেষণে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে আসে কাজের সন্ধানে। লক্ষণীয় যে, আমাদের ইতোপূর্বের গবেষণায় (চৌধুরী: ২০১৮) পরিবহণ সেক্টরে চট্টগ্রাম এলাকার শিশু কর্মরত ছিল ৩৪ (২১.২৫%) বর্তমানে তা বেড়ে ১৩৫ জন (৩৯.৯৪%), কোভিডের কারণে জ্যামিতিক হারে এ সংখ্যা বেড়েছে বলে মনে হয়।

◢ বাকী অংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : পরিবহণ সেক্টর চট্টগ্রাম... ৯ম পৃষ্ঠার পর

গ্রাম থেকে শহরে আসার কারণ: এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় আর্থিক সংকটের কারণে ১২৪ জন (৩৬.৬৯%), পরিবারের প্রয়োজনে ৭৭ জন (২২.৭৮%), অর্থ উপার্জনের জন্য ৩৭ জন (১০.৯৫%), মা-বাবাকে সাহায্য করার জন্য ৪৬ জন (১৩.৬১%), দারিদ্রের কারণে ৩৮ জন (১১.২৪%), কাজের সন্ধানে ১৬ জন (৪.৭৩%)। এ তথ্য আমাদেরকে বহুল আলোচিত ' Push and Pull' ফ্যাক্টরের কথাই জানান দিচ্ছে। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে মানুষ কর্মের আশায়, জীবিকার আশায়, উন্নততর জীবনের আশায় স্থানান্তরিত হয় নতুন জায়গা খুঁজে বের করে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কর্মএলাকা ও আবাসস্থল: এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় উত্তর দাতা (শিশু) চট্টগ্রাম শহর এবং তৎসংলগ্ন ৩০টি এলাকায় যেমন- অক্সিজেন-৪৪, বড়পোল-৩৩, এ কে খান ইস্পাহানী-২৭, কর্ণেল হাট-১৯, অলংকার মোড়-১৮, ২নং গেইট-১৫, নিউ মার্কেট, ফইল্যাতলী এবং কুয়াইশ লিংক রোড প্রতিটিতে ১২ জন করে বাকীরা কুয়াইশ, কালুর ঘাট, কাপ্তাই রাস্তার মাথা, ফতেয়াবাদ, বড় দিঘীর পাড় এলাকায় কাজ করে। উত্তর দাতারা হাটহাজারী এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ১১টি থানার ২৪টি এলাকায় বাস করে যেমন- বায়োজীদ, আকবর শাহ, হালিশহর, পাহাড়তলী, বাকলিয়া, কোতোয়ালী, খুলশী, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং। তারা অপেক্ষাকৃত নিচু জলমগ্ন, ঘিঞ্জি এলাকার বস্তিতে বাস করে যেখানে স্বল্প ভাড়ায় থাকা যায়। অনেকে গাড়ীর গ্যারেজে, ফুটপাতে (আইল্যান্ড) ও থাকে। গবেষণা বলছে ধনী এবং সচ্ছলরা নগর-শহরের কেন্দ্রে/ অভিজাত এলাকায় থাকে ও গরীবরা গলি ঘুপছি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা নিম্নাঞ্চলে বাস করে (আলী ১৯৯২, আলী এবং মিঞা ২০১৬)।

বয়স, ধর্ম ও লিঙ্গ: এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় ৮ বছর বয়সী ১ জন (০.২৯%), ১০ বছর বয়সী ২ জন (০.৫৯%), ১১ বছর বয়সী ৭ জন (২.০৭%), ১২ বছর বয়সী ১৯ জন (৫.৬৩%), ১৩ বছর বয়সী ২৯ জন (৮.৫৮%), ১৪ বছর বয়সী ৬৪ জন (১৮.৯৩%), ১৫ বছর বয়সী ৩৯ জন (১১.৫৪%), ১৬ বছর বয়সী ৭১ জন (২১.০০%), ১৭ বছর বয়সী ১০৩ জন (৩০.৪৭%), ১৮ বছরের কম ৩জন (০.৮৯%)। এতে বুঝা যায় সড়ক পরিবহণে কর্মরত শিশুদের অধিকাংশেরই বয়স ১১-১৭ বছর। তাদের মধ্যে মুসলিম ৩২২ জন (৯৫.২৬%), হিন্দু ১৪ জন (৪.১৪%), বৌদ্ধ ২ জন (০.৫৯%), খ্রীস্টান কিংবা উপজাতি পাওয়া যায় নি। নেই কোন মেয়েশিশু এটা বোধ করি আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে।

পেশা নির্বাচন, পেশার ধরণ, বাবা ও পরিবারের অন্যদের পেশা: কার সিদ্ধান্তে এ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যোগ দিয়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, বাবার সিদ্ধান্তে ১২৩ জন (৩৬.৩৯%), মায়ের সিদ্ধান্তে ৫৬ জন (১৬.৫৭%), ভাইয়ের সিদ্ধান্তে ২৫ জন (৭.৪০%), বোনের সিদ্ধান্তে ২১ জন (৬.২১%), নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৫১ জন (১৫.০৯%), স্থানীয় অভিভাবকের সিদ্ধান্তে ১৭জন (৫.০৩%), অন্যান্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ৪৫জন (১৩.৩১%)। তাদের মধ্যে ১৯৪ জন (৫৭.৪০%) হেলপার কাম টেম্পোরারি ড্রাইভার যাদের বয়স ৮-১৮ বছর এবং ৪৯ জন (১৪.৫০%) ড্রাইভার এবং গাড়ী ধোয়া মোছা ইত্যাদি কাজে রয়েছে ৯৫ জন (২৮.১১%)। তাদের বাবাদের মধ্যে ৮৭ জন ড্রাইভার, ভ্যান চালক ৫ জন, রিক্সা চালক ২৬ জন, বাকীরা দিনমজুর, হকার, বেকার, কোভিডের কারণে পেশাচ্যুত ইত্যাদি। সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে উত্তরদাতাদের পরিবারের মাত্র ২৪ জন (৭.১০%) সড়ক পরিবহণে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত রয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো উত্তর দাতা ৩৩৮ জনের মধ্যে ২৪৩ জন (৭১.৯০%) হেলপার কাম টেম্পোরারি ড্রাইভার এবং ড্রাইভার যারা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে গাড়ী চালায় সংশ্লিষ্ট নজরদারীর দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ, DIFE, শ্রম অধিদপ্তর, ট্রাফিক পুলিশ এমন কি সড়ক পরিবহণ নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক যোগসাজশে 'লাইন খরচ' দিয়ে। প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ২০১৩ সালে (চৌধুরী; ২০১৩) ২১% অবৈধ চালক, ২০১৮ সালে (চৌধুরী; ২০১৮) ৩৯% অবৈধ চালক। টিআইবি'র ২০১৭ সালের Universal Periodic Review সূত্রে জানা যায় ৩৫% অবৈধ চালক, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রীর সংসদের বক্তৃতায় জানা যায় ৪৬.৫৬% অবৈধ চালক। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে দেশে অবৈধ চালক ৫০% এর বেশী। সবকিছুকে ছাড়িয়ে চট্টগ্রামে ৭১.৯০% অবৈধ চালক যা অত্যন্ত বিপদজনক।

আয়, কর্মঘন্টা, কর্মের মেয়াদ: দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করে, কত টাকা আয় হয় এবং কতদিন থেকে এ কর্মে নিয়োজিত এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, ৩৫ জন (১০.৩৫%) ৭ দিন থেকে ৩ বছর যাবত দৈনিক ১-৯ ঘন্টা কাজ করে প্রতিদিন ২০-৭০ টাকা পায়। ৫৭ জন (১৬.৮৬%) ৪ দিন থেকে ৪ বছর যাবত দৈনিক ৫-১২ ঘন্টা কাজ করে প্রতিদিন ১০০-১৫০টাকা পায়। ৩ জন (০.৮৯%) ২.৫ বছর থেকে ৪বছর যাবত প্রতিদিন ৪-৭ ঘন্টা কাজ করে ১৫১-২০০ টাকা পায়। ১৭৭ জন (৫২.৩৭%) ৭ দিন থেকে ৪ বছর যাবত প্রতিদিন ৪-১৮ ঘন্টা কাজ করে ২০১-২৫০ টাকা পায়। ৬৩ জন (১৮.৬৪%) ১ মাস থেকে ৪ বছর যাবত প্রতিদিন ৪-১৭ ঘন্টা কাজ করে ২৫১-৩০০ টাকা পায়। ৩ জন (০.৮৯%) ১ বছর যাবত প্রতিদিন ৮-১২ ঘন্টা কাজ করে ৩৫১-৪০০ টাকা পায়। এতে দেখা যায় ঝুঁকিপূর্ণ ও হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও শিশুগুলো ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে শোষণ, শ্রমশোষণ সম্পর্কিত মার্ক্সের ধারণা যথার্থ প্রমাণিত।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিশু কল্যাণ পরিষদের সভা

মালিক-ড্রাইভারের সাথে সম্পর্ক, কাজের ঝুঁকি, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন: এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় ২৪১ জনের (৭১.৩০%) সাথে মালিক-ড্রাইভারের স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। ১২ জনের (৩.৫৪%) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ৬৪ জন (১৮.৯৩%) সম্পর্ক খারাপ বলে জানিয়েছে এবং ২১ জন (৬.২১%) এ প্রশ্নের জবাব দেয়নি। কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে জানে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৩১৪ জন (৯২.৯০%) ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত বলে জানান বাকী ২৪ জন (৭.১০%) এ কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে না। লক্ষণীয় তাদের মধ্যে ২৮১ জন (৮৩.১৪%) বৃত্তিমূলক/কারিগরী প্রশিক্ষণ অথবা ঝুঁকি মুক্ত কাজের সুযোগ চায়। শারীরিক নির্যাতন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ৩০৯ জন (৯১.৪২%) শারীরিক নির্যাতনের কথা জানায় তবে ২৯ জন (৮.৫৮%) না সূচক উত্তর দেয়। যৌন নির্যাতন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ৪৩ জন (১২.৭২%) যৌন নির্যাতনের কথা স্বীকার করে যদিও ২৯৫ জন (৮৭.২৮%) না সূচক উত্তর দেয়। উল্লেখ্য আমাদের সংস্কৃতিতে যৌন বিষয়ে কেউ খোলামেলা আলোচনা করতে চায় না, লজ্জা পায়। যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও তা কেউ সচরাচর প্রকাশ করতে চায় না। এ ক্ষেত্রে বহুল উচ্চারিত প্রবাদ , 'বুক ফাটে তবু ও মুখ ফোটে না' সত্য!

ড্রাইভার কর্তৃক বখরা আদায়, টাকা খরচের ধরণ, বিনোদন, পরিবারের সাথে সম্পর্ক: ২৭৯ জন (৮২.৫৪%) ড্রাইভার কর্তৃক বখরা আদায়ের কথা জানান, ৪৭ জন (১৩.৯০%) না সূচক জবাব দেন এবং ১২ জন এ প্রশ্নের জবাব দেয় নি।

◢ বাকী অংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : পরিবহণ সেক্টর চট্টগ্রাম... ৯ম পৃষ্ঠার পর

আয় করা / রোজগারের টাকা কিভাবে খরচ করেন এ প্রশ্নের জবাবে জানা যায় ৮৮জন (২৬.০৩%) পরিবারকে টাকা দেয়, ৭৩ জন (২১.৬০%) দৈনন্দিন খাওয়ার খরচে ব্যয় করে, ৫৫ জন (১৬.২৭%) উপাদেয় খাদ্য খায়, ৩৯ জন (১১.৫৪%) ভিডিও গেইমস খেলে, ৩৪ জন (১০.০৫%) সিনেমা দেখে, ৩৮ জন (১১.২৪%) নেশা করে, ১১ জন (৩.২৫%) ধুমপান করে। ৫৬ জনের (১৬.৫৭%) অবসর-বিনোদনের কোন সময় নেই, অন্যান্যরা খেলাধূলা, ভিডিও গেইমস, কেউ বা অবসাদ ক্লান্তি হেতু ঘুমিয়ে, শুয়ে বসে সময় কাটায়। পরিবারের সাথে সর্ম্পক প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় ২৯২ জন (৮৬.৩৯%) পরিবারের সাথেই থাকে, অন্যান্যরা গ্যারেজ, ফুটপাত, ওর্য়াকশপ বা একই এলাকার কারো সাথে থাকে।

শিক্ষা, জন্ম নিবন্ধন, বাল্যবিয়েঃ বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের মূলনীতির অংশে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় অঙ্গীকার হচ্ছে - 'Education for All' আবার এসডিজি এর লক্ষ্য ৪ (চার) - 'Quality Education' - মান সম্পন্ন শিক্ষা। জাতীয় সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৭৫.৬০%। উত্তর দাতাদের (শিশু) শিক্ষা সর্ম্পকিত প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় অক্ষর জ্ঞানহীন ৫০ জন (১৪.৭৯%), প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে ১৮৫ জন (৫৪.৭৩%), ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে ৮১ জন (২৩.৯৬%), মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছে ২২ জন (৬.৫১%)। তাদের বাবার শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যে জানা যায় অক্ষর জ্ঞানহীন ১৫০ জন (৪৪.৩৮%), প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে ১৩৭ জন (৪০.৫৩%), ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে ৪২ জন (১২.৪৩%) আর মাদ্রাসায় পড়েছে ৯ জন (২.৬৬%)। উত্তর দাতা ও তাদের বাবার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে বাবারা ১৫০ জন (৪৪.৩৮%) অক্ষর জ্ঞানহীন কিন্তু উত্তর দাতাদের (শিশু) মধ্যে ৫০ জন (১৪.৭৯%) অক্ষর জ্ঞানহীন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন। উত্তর দাতার (শিশু) জন্ম নিবন্ধন সর্ম্পকিত তথ্যে জানা যায় ২১৩ জন (৬৩.০২%) জন্ম নিবন্ধন করেছে কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল ১২৫ জন (৩৬.৯৮%) জন্ম নিবন্ধন করেনি। বিভিন্ন কারণে অকারণে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের ঝোঁক/প্রবণতা বেশী। বিশ্বে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষে। উত্তর দাতাদের বৈবাহিক মর্যাদা বিষয়ক তথ্যে জানা যায় ২৮০ জন (৮২.৮৪%) অবিবাহিত এবং ৪৬ জন শিশু (১৩.৬১%) বিবাহিত ১২ জন (৩.৫৫%) বিয়ের দিন ক্ষণের অপেক্ষায় অর্থাৎ ৫৮ জন (১৭. ১৬%) বিবাহিত এতে বুঝা যায় শুধুমাত্র মেয়েশিশু নয় ছেলেশিশুদের ক্ষেত্রেও বাল্যবিয়ের হার ক্রম বর্ধনশীল।

চিকিৎসা, নিরাপদ পানি, মোবাইল ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ততাঃ কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় সর্ম্পকিত প্রশ্নের উত্তরে ২৫৩ জন (৭৪.৮৫%) জানান পরিবহণ মালিক চিকিৎসার খরচ দেয়, ২৩ জন (৬.৮০%) জানান ড্রাইভার চিকিৎসার খরচ দেয় আবার ৬২ জন (১৮.৩৪%) জানান নিজেকেই কর্মস্থলে দুর্ঘটনার চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হয়। টিকাদান সম্পর্কিত তথ্যে জানা যায় ৩০৯ জন (৯০.৮৩%) টিকা নিয়েছে, ৩১ জন (৯.১৬%) টিকা নেয় নি। নানা রোগ বালাই'র অন্যতম বাহন পানি। উত্তর দাতাদের মধ্যে ১৫৫ জন (৪৪.৮৬%) ওয়াসার পানি, ৩১ জন (৯.১৭%) ট্যাংকের পানি, ৩৬জন (১০.৬৫%) ডিপ টিউবওয়েল এর পানি, ৪১ জন (১২.১৩%) অন্যান্য উৎস থেকে সহজে পাওয়া পানি পান করে এবং শুধুমাত্র ৭১ জন (২১%) জানিয়েছে তারা নিরাপদ পানি পান করে। বলা হয় মোবাইল ফোন ও তথ্য প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে আমাদের শিশু কিশোর, তরুণরা ঝুঁকিতে রয়েছে। মোবাইল ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যে জানা যায় পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত ৬১ জন (২৪.৫০%), ফেসবুকিং করে ৭৫ জন (৩০.১২%), টিকটক বানায় ১৭ জন (৬.৮৩%), টিকটক দেখে ৮৬ জন (৩৪.৫৪%), ইউটিউব, ভিডিও ইত্যাদি ১০ জন (৪.২০%)। এ তথ্য খানিকটা উদ্বেগের।

কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত তথ্যঃ কোভিড-১৯ সর্বস্তরের মানুষের জন্যই একটি আপদ। হত দরিদ্র খেটে খাওয়া এ শিশুগুলোর কোভিডকালীন দীর্ঘ ছুটি/ লকডাউনে যাপিত জীবনের তথ্যে জানা যায় ১৩৩ জন (৩৯.৩৫%) গ্রামে ছিল, ২০৫ জন (৬০.৬৫%) শহরে বস্তি, গলি, ঘুপছি, ঝুপড়ি ফুটপাতে ছিল। ৩৩৭ জন (৯৯.৭০%) আর্থিক কষ্টের কথা জানিয়েছে ৩০১ জন (৮৯.০৫%) খাদ্য সংকটের কথা বলেছে। কোভিড কালে মানুষের দুর্দশা লাঘবে সরকারি, ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা রকম ত্রাণ ও সাহায্যের কথা যেমন- নগদ টাকা, ভোগ্য পণ্য, কাপড় চোপড়, ঔষধ, মাস্ক, সেনিটাইজার ইত্যাদির কথা আমরা জানি। কোভিডকালে সাহায্য সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় ৭৩ জন (২১.৬০%) নগদ সহায়তা পেয়েছে, ২২ জন (৬.৫১%) খাদ্য সাহায্য পেয়েছে, ৩০ জন (৮.৮৭%) মাস্ক পেয়েছে এবং ২১৩ জন (৬৩.০২%) সেনিটাইজার পেয়েছে বলে জানান। এ তথ্যে কোভিড কালে ত্রাণ সাহায্য অপ্রতুল ছিল বলেই জানান দেয়। কোভিডকালে আয় রোজগার ছিল না বলে জানিয়েছে ৩০৩ জন (৮৯.৬৪%), পেশার পরিবর্তন করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে ৩১৫ জন (৯৩.১৯%), বাসা বদলাতে হয়েছে আরো নিম্নমানের সস্তা বাসায় চলে যেতে হয়েছে বলে জানিয়েছে ৪৮ জন (১৪.২০%)।

আশা-নিরাশা-হতাশাঃ মানুষ আশায় বাঁচে। চট্টগ্রামের সড়ক পরিবহণে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত এ শিশুগুলোর মধ্যেও আমরা ভিন্ন ধরনের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা দেখেছি, জীবনের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে উত্তর দাতাদের (শিশু) কাছ থেকে বৈচিত্র্যময় প্রত্যাশার কথা জানা যায়। দক্ষ ড্রাইভার হতে চায় ৫০ জন (১৪.৭৯%), ব্যবসায়ী হতে চায় ২৪ জন (৭.১০%), লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরী চায় ২৫ জন (৭.৪০%) বেশি টাকা রোজগারের জন্য বিদেশ যেতে চায় ৭ জন (২.০৭%), গাড়ীর মালিক হতে চায় ৬ জন (১.৭৭%), সরকারি উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে চায় ৪১ জন (১২.১৩%), দক্ষ মেকানিক হয়ে গ্যারেজ মালিক হতে চায় ৬৫ জন (১৯.২৩%), কৃষক হতে চায় ১ জন (০.২৯%), ডাক্তার হতে চায় ২ জন (০.৫৯%), ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় ২ জন (০.৫৯%)। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ১১৫ জন (৩৪.০২%) তাদের চোখে মুখে, হতাশার ছাপ-দীর্ঘশ্বাস। লক্ষণীয় ৩৩৮ জন শিশুর মধ্যে ১১৫ জন (৩৪.০২%) অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশেরও বেশি হতাশ। এ দায় ভার সমাজের। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত্বে দেখা যায় এ শিশুগুলো প্রকৃত অর্থেই মৌলিক চাহিদা, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত।

সুপারিশ সমূহঃ

১) শিশু আইন, ২০১৩, শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)। সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এর সীমাবদ্ধতা, অসঙ্গতি ও সাংঘর্ষিকতা দূর করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। ২) চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, বিআরটিএ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (ট্রাফিক উইং), সড়ক পরিবহণ মালিক, শ্রমিক সমিতি ও পরিবহণ শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির তদারকী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ৩) সড়ক পরিবহণ, গৃহকর্মীসহ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষা, চিকিৎসা ও যথাযথভাবে বেড়ে উঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ চাই। ৪) সমন্বিত জাতীয় নীতিমালার মাধ্যমে শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন রোধ করে তাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং সুস্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ তথা সুস্থ বিনোদনের সুযোগ নিশ্চিত করা। ৫) বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং, শিশুর যৌনতার ব্যবহার (Pornography), মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতা রোধে সরকার কর্তৃক গঠিত শিশু কল্যাণ ও সুরক্ষা কমিটিকে কার্যকর করা।

লেখকঃ সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ঘাসফুল।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ২টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ২টি এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ১টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা গুলোতে বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন; বাগানে সেচ ব্যবস্থাপনা, বেড তৈরি, ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ও ব্লু-ফাঁদ ব্যবহার, পরিবেশ ক্লাবের চেয়ার-টেবিল ক্রয়, আমের বাজারের পরিবেশ উন্নয়নে ময়লার ড্রাম ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মকান্ড, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করা হয়। উভয়শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন আবু জাফর মোঃ আলমগীর হোসেন, আব্দুস সালাম, মোঃ শরিফুল

ইসলাম তরফদার। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক এক কর্মশালা গত ১২ মে সাপাহার শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার। কর্মশালায় সভায় বক্তারা পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ে সরকারী নীতিমালা, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক নীতিমালাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে ৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি ও পণ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ শওকত আলী, কিষোয়ান ফুড এর কোয়ালিটি কনট্রোল অফিসার সোহারাব হোসেন। এতে ৬৩জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্টেইক হোল্ডাদের অবহিতকরণ কর্মশালা

২০ এপ্রিল নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রজেক্টের অগ্রগতি বিষয়ক স্টেইকহোল্ডাদের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর উপজেলার এসি ল্যান্ড মনজুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর'র উপপরিচালক মোঃ শামছুল ওয়াদুদ, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ'র মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাদিরা বেগম, নিয়ামতপুর উপজেলার ৪নং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, আমের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পর্কিত স্টেইকহোল্ডারগণ ও ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ। কর্মশালায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ সকল ধরনের কর্মকান্ড, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আম উৎপাদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কমিউনিটিভিত্তিক আলোচনা সভা

এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে আমের বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গে গত তিন মাসে সাপাহার উপজেলায় ৩টি ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ২টি মোট ৫টি কমিউনিটিভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভাগুলোতে পাবলিক টয়লেট নির্মাণে পিকেএসএফ কর্তৃক দেয়া সকল নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বণিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, মসজিদ কমিটির সদস্য ও স্থানীয় জনসাধারণসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবান্ধব আমের মেলা অনুষ্ঠিত

২৯-৩০ জুন পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আম ও আমজাতপণ্য উৎপাদন, প্যাকেজিং, পরিবহণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নওগাঁর নওজোয়ান মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিহাব রায়হান, সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এ কে এম মনজুরে মাওলা। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলা মেলায় ১৮ জাতের দেশি বিদেশী আম যেমন; সূর্যডিম/মিয়াজাকি, কিউজাই, আলফানসো, কিং অব চাকাপাত, আমেরিকান পালমার, বাকস্টোন, চেংমাই, বারি-৪, বারি-৭, বারি-৮, বারি-১১, বারি-১৩, গৌরমতি, মল্লিকা, আম্রপালি, কাটিমন, তরফদারভোগ ইত্যাদি। এছাড়াও উচ্চ ফলনশীল দেশি ও বিদেশী জাতের আমের চারাসহ, আমের আচার, চাটনি, জ্যাম, আমসত্ত্ব ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। প্রায় ২০,০০০-২৫,০০০ হাজার দর্শনার্থী মেলা পরিদর্শন করে।

লিড উদ্যোক্তার মাঝে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের সামগ্রী বিতরণ

ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব কৃষি পণ্য উৎপাদনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৭ ও ১৮ মে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার মোট ২০ জন লিড উদ্যোক্তার মাঝে ফ্রুটস ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ফাঁদ ও ম্যাংগো পিকার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন। পণ্য বিতরণের পাশাপাশি উভয় উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাগণ নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আম চাষে ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ফাঁদ, জৈব সার ও জৈব বালাইনাশকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বিদেশে আম রপ্তানির ব্যাপারে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিবেশ দিবস উদযাপন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ৫ জুন ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্য র‍্যালী, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ' অনলি ওয়ান আর্থ - শুধু একটাই পৃথিবী'। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পরিবেশদূষণ নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাপাহার উপজেলার গোডাউনপাড়া মোড় হতে র‍্যালী শুরু হয়ে জিরো পয়েন্টে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেকটর মোঃ শওকত আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবেশ রক্ষায় রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিবেশ ক্লাবের সদস্য, স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরা হয়। আলোচনা সভা শেষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় পরিবেশ ক্লাবের সদস্য, স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

কৃষি প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ

১৪-১৬ জুন রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সাপাহার উপজেলা কৃষি কার্যালয় প্রাঙ্গণে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং স্টলের মাধ্যমে আগত অতিথিদের মাঝে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। স্টল পরিদর্শন করেন সাপাহার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, সাপাহার উপজেলার ইউএনও মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন প্রমুখ।

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি।

কেস স্টাডি

পরিবেশবান্ধব জৈবসার উৎপাদনে মোঃ ইকবাল হোসেন

মোঃ ইকবাল হোসেন নিয়ামতপুর উপজেলার একজন কৃষি উদ্যোক্তা। ২০২০ সালে তিনি ঘাসফুলের সদস্য হন এবং পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল এসইপি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত জৈবসার (ভার্মি ও ট্রাইকো কম্পোস্ট) এবং জৈব বালাইনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার পর জৈবসার উৎপাদনে তার আগ্রহ তৈরি হয় এবং বাগান পরিচর্যায় জৈবসার ক্রয়ের পরিবর্তে নিজে জৈবসার উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জৈবসার প্ল্যান্ট নির্মাণের ব্যাপারে কোন প্রকার কারিগরি জ্ঞান না থাকায় তিনি ঘাসফুল এসইপি টিমের সাথে যোগাযোগ করে তার আগ্রহের কথা জানায়। পরবর্তীতে তিনি জৈবসার প্ল্যান্ট তৈরির জন্য ঋণের আবেদন করেন এবং পাঁচ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা পান, যা তিনি ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্টে বিনিয়োগ করেন এবং তা দিয়ে তিনি পাঁচটন ক্যাপাসিটির ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করেন। প্ল্যান্টের অবকাঠামো তৈরিতে খরচ হয় ৭৫ হাজার টাকা। কেঁচো সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাকে সর্বাত্বক সহায়তা করে ঘাসফুলের এসইপি প্রজেক্ট। কেঁচো ক্রয় করতে খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার টাকা। নিজস্ব গরুর খামার থাকায় আপাতত গোবরের চাহিদা খামার থেকেই মিটচ্ছে। এই প্ল্যান্ট থেকে প্রতি ধাপে প্রায় ৫ টন করে জৈবসার উৎপাদন হয়। প্রাথমিকভাবে এই কমপোস্ট প্ল্যান্টটি থেকে যে সার উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো তার আম বাগানের জৈব সারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পাশাপাশি অবশিষ্ট সার তিনি ঘাসফুলের সহায়তায় বাজারজাত করছেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ১ টন ভার্মি কম্পোস্ট বাজারজাত করেছেন। ভবিষ্যতে তার এই প্ল্যান্টটি আরো বড় করে করার পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, জৈব সার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, এবং গুণগত মান বাড়ায়। মাটিতে জৈব পদার্থ যত বেশী থাকবে ততই মাটির উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হবে। তার এই প্ল্যান্ট নির্মাণে সার্বিক সহায়তার জন্য তিনি ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ১৮ মে মেখল ইউনিয়নের জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গনে এবং ২৯ জুন ও ২২ মে গুমানমর্দ্দন পেশকারহাট তৈয়ব শাহ (রাঃ) স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গনে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৩৬৬ জন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ৪২৩ জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষু চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। গত তিন মাসে ১৫০টি স্ট্যাটিক ও ২৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৫৪৪ জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৫১১জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা এবং ২২৭টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় গত ২৩-২৪ এপ্রিল গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন ও ২৫-২৬ এপ্রিল মেখল ইউনিয়নে শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করার নিয়মাবলী, পঠন এবং পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল, কো-কারিকুলার কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা, ফলপ্রসূ পাঠদান পদ্ধতির বর্ণনা, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঝরে পড়া রোধে করণীয়, সম্পূরক পুস্তিকা সমূহ ব্যবহার এবং পাঠদান কৌশল, সৃজনশীলতা কি? শিশুদের মাঝে সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের করণীয় কি? পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর উভয় ইউনিয়নে ২দিন করে মোট চারদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষণে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আশরাফুল আলম সিরাজী এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাসমীন আখতার কাকলী। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ছিলেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজার তানজিনা নাজনীন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা শারমীন আকতার ও সমৃদ্ধি কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং অধিকতর করার লক্ষ্যে গত ৫-৬ এপ্রিল সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে দুইদিন ব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন স্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৬জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার ডাঃ অরবিন্দ চাকমা ও ডাঃ অভিরন দত্ত ।

যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় ২১ এপ্রিল মেখল সমৃদ্ধি কার্যালয়ে ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমন্বয়কারীর মোঃ নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মেখল ইউনিয়নে চলমান সমৃদ্ধি কর্মসূচীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

"যুব সমাজের আত্ন-উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ " শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

যুব সমাজের অবক্ষয় রোধ, দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রাখা সর্বোপরি আত্মনির্ভরশীল হওয়া, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় "যুব সমাজের আত্ন-উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ সমৃদ্ধি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১-১২, ২৪-২৫, ও ২৯-৩০ মে, ৭-৮ ও ২২-২৩ জুন অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহে ১৫০জন যুব নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন।

বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

গত ১৯ মে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শাকিলা খাতুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটহাজারী প্রেসক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। ৪২ জন শিশুশিক্ষার্থী, ৩০ জন যুব নারী-পুরুষ ও ১৩৫ জন প্রবীণসহ মোট ২০৭জন বিজয়ীর মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি এস এম সরওয়ার্দী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রহমান, সমাজসেবক মোঃ মুছা মাস্টার, প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল আলম, যুব প্রতিনিধি নিশি বড়ুয়া ও ইউপি মেম্বার দিদারুল আলম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

প্রতিবন্ধীদের মাঝে সুবর্ণ কার্ড বিতরণ

প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ ও জরিপে অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমের আওতায় মেখল ইউনিয়নের ২০ জন প্রতিবন্ধীকে ২৯ জুন সমৃদ্ধি কর্মসূচী কার্যালয়ে সুবর্ণ কার্ড বিতরণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীরা যেন কোন কারণে অবহেলিত না হয় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সুবর্ণ কার্ডধারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ডাঃ অভিরন দত্ত। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, সমাজসেবক সৈয়দ মোঃ হাছান শাহসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও সন্তান সম্মাননা, হুইল চেয়ার প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী'র বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ৬ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার, ১০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও ১০ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা হিসেবে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। গত ১৮মে জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও ২৯জুন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী ও গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবর রহমান। মেখল ইউনিয়নে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি এস এম সরওয়ার্দী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, হাটহাজারী উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু আক্তার হোসেন, প্রবীণ কমিটির সভাপতি মাষ্টার আবুল কালাম, এস. এম. নুরুল আবছার ও শফিউল আলম, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ প্রমুখ।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৪৪জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২১৬০০০/- (দুই লক্ষ ষোল হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ২জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১১৭জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

কেইস স্টাডি

একজন "প্রবীণ সোনালী উদ্যোক্তা"

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলা গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের অধিবাসী প্রবীণ মোহাম্মদ রফিক। এক পুত্র, এক কন্যা ও এক স্ত্রী নিয়ে সংসার। কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে। পুত্র বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রী নিয়ে থাকে। প্রবীণ রফিকের অসহায় অবস্থা। কোনো মতে জীবন সংসার চলছে। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোহাম্মদ রফিককে উগ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত করে "টি-স্টলে"র জন্য আর্থিক অনুদান ১৫,০০০/-(পনের হাজার টাকা) চেক তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। এই টাকা ও তাঁর থেকে কিছু দিয়ে গত ১ এপ্রিল ২০২২ ইংরেজি তারিখে প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ "টি-স্টল" স্থানীয় পেশকারহাটে শুরু করে। ইউপি মেম্বার, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি, ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ ও এলাকাবাসী এধরনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মোহাম্মদ আরিফ, সমন্বয়কারী- সমৃদ্ধি কর্মসূচী

সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

গত তিনমাসে সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ কে গার্মেন্টসে ১৮৩জন জনকে কোভিড টিকা প্রদান করে। টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু। উল্লেখ্য ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ১৫-১৯ জুন চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিকে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পেইন চলাকালীন ৬মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। এসময় ৬-১১ মাস বয়সী ৬০৫জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ২৩৮৫জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ২৯৯০জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৫৭৮জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৫৪জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৩৮১জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫১৬২জন
হেলথ কার্ড	১০৪৭জন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (এপ্রিল - জুন) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার চৌমাসিয়া, সাপাহার ও নাচোল শাখায় মোট ০৭টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
চৌমাসিয়া	০১	২০	১৫	১০
সাপাহার	০৩	৩৪৪	১৫৫	৬০
নাচোল	০৩	২১২	৩৭	৩৫
মোট	০৭	৫৭৬	২০৭	১০৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Stress Management and Micro finance Program	২৬ এপ্রিল ও ২২-২৩ মে ২০২২	৫৯ জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Procurement and Inventory Management	২৯ মে- ২ জুন ২০২২	০১ জন	পিকেএসএফ
Financial Analysis	১৭-১৯ মে ২০২২	০১ জন	সিডিএফ
Human Resources Management	১৯-২৩ জুন ২০২২	০১ জন	পিকেএসএফ

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের ১৩তম চার্টার নাইট... শেষ পৃষ্ঠার পর

টিকটক তৈরী করে ৬.৮৩% শিশু। মাদকাসক্ত ১১.২৪% শিশু এবং এতে দেখা যায় কন্যা শিশু নয় ছেলে শিশুদের মধ্যেও ১৭.১৬% বাল্যবিবাহের শিকার। গবেষক তাঁর উপস্থাপনায় পরিববহন সেক্টরে যুক্ত শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য যে সুপারিশমালা প্রস্তাব করেছেন তা হলো- জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিআরটিএ, ট্রাফিক বিভাগ ও পরিবহন মালিক শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে শিশুশ্রম হ্রাস ও প্রতিরোধে কর্পোরেট হাউজ গুলো এগিয়ে আসলে চট্টগ্রামে শিশুশ্রম কমে আসবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষীপুর, ডিসি সিএমপি, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, পুলিশ সুপার শিল্পাঞ্চল চট্টগ্রাম, পরিচালক বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, উপপরিচালক বিআরএ, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমীন পারভীন, ওয়ার্ল্ড ভিশন চট্টগ্রামের শ্যামল ফ্রান্সিস রোজারিও, ঘাসফুলের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার, শরীফ হোসেন মজুমদারসহ বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম'র প্রতিনিধিবৃন্দ।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৯৭২
সদস্য সংখ্যা	৭৫৪২০
সঞ্চয় স্থিতি	৮০৮৮৭৪৯০৮
ঋণ গ্রহীতা	৫৯৬৫১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২১৭৮২৪৮১৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৯৭০৬৩৫৫২০০
ঋণ স্থিতির পরিমান	২০৭৬১২৬৫০০
বকেয়া	১৬২৬০৬৮১৭
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল স্টাফ কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানের টাকা হস্তান্তর

গত ৩১ মে ঘাসফুল স্টাফ কল্যাণ তহবিল হতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অনুদানের চেক সতীহাট শাখার (শাখা কোড-২৭) শাখার সহকারি কর্মকর্তা মৃত গোলাম রসুলের মায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন মান্দা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ এমদাদুল হক মোল্লা এবং ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সদস্য নাজনীন রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সেলিম, মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য গোলাম রসুল দায়িত্বরত অবস্থায় গত ২৮ জানুয়ারী এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যের ঋণ মওকুফ

গত ১৮ মে হালিশহর (শাখাকোড-০৫) শাখার কর্ম-এলাকার ধুমপাড়া বাজারে অগ্নিকান্ডে প্রায় ১২০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার মধ্যে ঘাসফুল এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ বিভাগের ছয়জন উপকারভোগী সদস্যের দোকান পুড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ঘাসফুল নিঃস্ব মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ায় এবং সংস্থার ঋণঝুঁকি নিরসন কার্যক্রমের আওতায় ছয়জনের মোট ৭,১৭,৪৯৯/- (সাত লক্ষ সতের হাজার চারশত নিরানব্বই টাকা) ঋণ মওকুফ করে দেন। এ উপলক্ষে ১৩ জুন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক ক্ষতিগ্রস্থ ছয়জন সদস্যদের হাতে ঋণ মওকুফ এর ডকুমেন্টস হস্তান্তর করেন। এসময় সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার রেহেনা বেগম, শাখা ব্যবস্থাপক মো: শাহীন চৌধুরীসহ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৪৬জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২১৮১৬৮৫/- টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৩৫৬১২৯/- টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ১৯৮০০০/- টাকা।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২২ • সংখ্যা ০২
• এপ্রিল - জুন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২১ বছর

ঘাসফুল কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রোটেকশান প্রকল্প সংবাদ

বিভাগীয় শিশু কল্যাণ পরিষদের সভায়

চট্টগ্রামে পরিবহন সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উপর গবেষণা প্রতিবেদন এর মোড়ক উন্মোচন

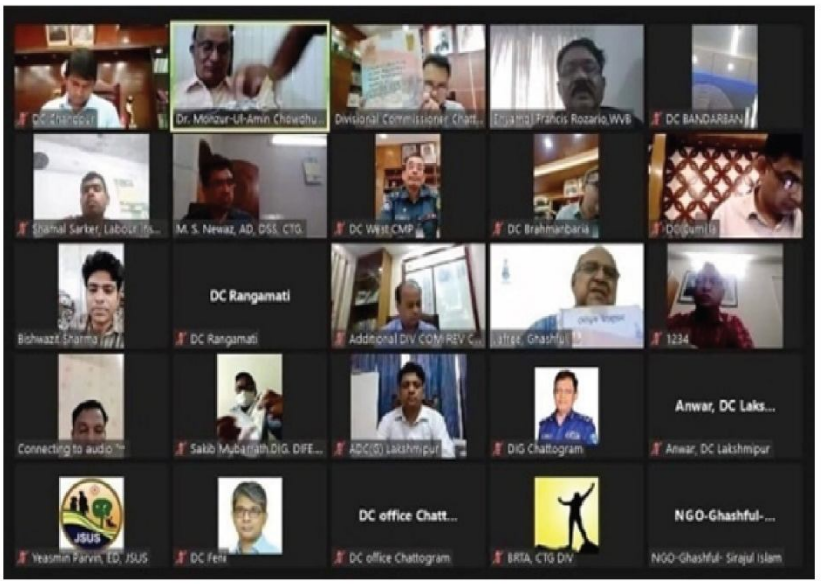

চট্টগ্রামে পরিবহন খাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন। ২২ জুন চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ এর ১৪তম সভা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আশরাফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে নিয়মিত কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন সদস্য সচিব কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ-মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাকিব মুবারারত। সভায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবহন সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উপর গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন। সমাজ বিজ্ঞানী ও গবেষক ড. মনজুর -উল-আমিন চৌধুরী 'Children Working in the Hazardous Road Transport Sector in Chattogram City, Bangladesh - A Sociological Profile' ডিজিটালি উপস্থাপন করেন। দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে চট্টগ্রামের ৩৫টি স্পট থেকে ৩৩৮জন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহন সেক্টরে যুক্ত শিশুর উপর জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষক ড.মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম শহরে পরিবহন সেক্টরে বর্তমানে ১৫ হাজারেরও বেশী শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত। হেলপার কাম অস্থায়ী ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে ৭১.৯০% শিশু। পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহন শ্রমে যুক্ত হয়েছে ৩৬.৬৯% শিশু। শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৯১.৪২% শিশু। যৌন নির্যাতনের শিকার ১২.৭২% শিশু। পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত ২৪.৫০% শিশু।

◢ বাকী অংশ ১৮তম পৃষ্ঠায় দেখুন

'এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' পেল ঘাসফুল

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল যৌথভাবে বিভিন্ন সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ঘাসফুলকে এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের ১৩তম চার্টার নাইট উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লায়ন্স জেলা গভর্নর লায়ন আল সাদাত দোভাষের কাছ থেকে গত ১৭ মে 'এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল আমিন চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম ভাইস জেলা গভর্নর লায়ন এস. কে শামসুদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী, কেবিনেট সেক্রেটারী আশরাফুল আলম আরজু, লিও অ্যাডভাইজার এবং জোন চেয়ারপার্সন লায়ন পারভীন মাহমুদ এফসিএ, এমজেএফ ও ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ জামাল উদ্দিনসহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org